প্রথম আলো

তারিখ JUL 29 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পদে সন্ত্রাসী

অর্থ ও পেশিশক্তি বিবেচ্য হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কমিটিতে যুগ্ম সম্পাদকের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন জেলখাটা সন্ত্রাসী। প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত যাচাই-বাছাইয়ের পরই নাকি তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে। অথচ অনেক যোগ্য ও ত্যাগী ছাত্রনেতা কমিটিতে স্থান পাননি বলে অভিযোগ আছে। আরও গুরুতর অভিযোগ হলো, কমিটিতে অনেকেই পদ পেয়েছেন অর্থের বিনিময়ে। এ জন্য কমিটি অনুমোদনের পর তা প্রকাশ না করে গোপন চিঠির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

গত এপ্রিলে ছাত্রলীগের সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল ভোটের মাধ্যমে। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন ও বয়সসীমা নির্ধারণ একটি ভালো উদ্যোগ। তাই একে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। কারণ আমরা আশা করেছিলাম, এর ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরে কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের চর্চা হবে এবং অছাত্রদের ছাত্রনেতা হওয়ার সুযোগ কমে যাবে। তবে শুধু কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হলেই সংগঠনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না, কমিটির বাকি সদস্যদের এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদেরও একইভাবে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখন অর্থ আর পেশিশক্তি বিবেচ্য হচ্ছে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত।

এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতাদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৯ বছর নির্ধারণ করে দেওয়ায় অনেক বয়স্ক নেতা অসন্তুষ্ট হয়ে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ ছিল, নেতৃত্ব চলে গেলে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এখন অর্থের বিনিময়ে পদ বিক্রির যে অভিযোগ উঠেছে, তা থেকে কি আয়ের উৎস হিসেবে কমিটিতে স্থান দেওয়ারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে?

অতীতে এ দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সেই ঐতিহ্য আবার ফিরে আসুক। আমরা আশা করব, ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে।